প্রথম আলো

তারিখ ... 03 MAY 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৮ ...

# শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরুর পর পোষ্য কোটা চালু

বিশেষ প্রতিনিধি ●

সিলেটে অবস্থিত শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি) ভর্তি শেষে প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু হয়েছে। এই অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পোষ্য কোটা চালু এবং তা ভূতাপেক্ষভাবে কার্যকরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পোষ্য কোটা চালুর দাবিতে প্রায় এক মাস আগে কর্মচারীদের ধর্মঘটের হুমকির কারণে প্রশাসন এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে সূত্রগুলো জানিয়েছে।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে চলতি ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তিতে পোষ্য কোটার বিষয়টি উল্লেখ ছিল না। ১৯৯১-৯২ শিক্ষাবর্ষ থেকে ২০১০-১১ পর্যন্ত এখানে কোনো কোটা ছিল না। ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষ থেকে আদিবাসী, মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ৬৩টি আসন সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সন্তানদের মধ্যে যাঁরা ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের বেশির ভাগই অকৃতকার্য হয়েছেন। এ কারণে গত ৩০ মার্চ মেধাতালিকা অনুযায়ী ভর্তি শুরুর আগে কর্মচারীরা ধর্মঘটের হুমকি দেন। তখন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পোষ্যদের ভর্তি করার আশ্বাস দেয়। এরপর তাঁরা কর্মসূচি প্রত্যাহার করেন।

নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের ফল এবং লিখিত পরীক্ষা মিলিয়ে ৪০ শতাংশ নম্বর পেলেই পোষ্যরা ভর্তির সুযোগ পাবেন। কর্মচারীরা এই শর্তও না রাখার পক্ষে। নতুন নিয়মে একজন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী চাকরিতে থাকা অবস্থায় তাঁর দুজন সন্তান এই কোটা-সুবিধা পাবেন।

জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ইশফাকুল হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, পোষ্য কোটা চালুর বিষয়টি নিয়ে একটি কমিটি আগে থেকেই কাজ করছিল। তবে ভর্তি নিয়ে নানামুখী ঝামেলার কারণে তখন সিদ্ধান্ত হয়নি। তিনি বলেন, আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়েছে। এখন তা চূড়ান্ত হলেও সমস্যা হবে না। কারণ, ওই সব পোষ্য আগেই ভর্তির জন্য নিবন্ধন করেছিল।

গত ২৪ এপ্রিল একাডেমিক কাউন্সিলের ১৩০তম সভায় পোষ্যদের জন্য এক শতাংশ কোটা রাখার সিদ্ধান্ত হয়। ইতিমধ্যে সব বিভাগে চিঠি দিয়ে ৬ মের মধ্যে পোষ্য কোটায় ভর্তি-ইচ্ছুকদের আবেদন করতে বলেছে।

ভর্তি পরীক্ষা কমিটির সদস্যসচিব অধ্যাপক শাহ আলম বিভাগীয় প্রধানদের চিঠি দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, এটি কমিটির সিদ্ধান্ত।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী পোষ্য কোটা চালুর পক্ষে সমর্থন দিলেও ক্লাস শুরু হওয়ার পর এটা করা ঠিক হয়নি বলে মত দেন। কয়েকজন শিক্ষক জানান, পোষ্য কোটার পক্ষে ও বিপক্ষে শিক্ষকদের মতপার্থক্য রয়েছে। তবে কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা এ বিষয়ে মোটামুটি একমত।